SEP. 25 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম 6

বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে নানামুখী সঙ্কট ॥ পরীক্ষা জটে হাবুডুবু খাচ্ছে আড়াই লাখ উচ্চ শিক্ষিত বেকার

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে নানামুখী সঙ্কট. ও পরীক্ষাজটে হাবুডুবু খাচ্ছে দেশের কমপক্ষে আড়াই লাখ উচ্চশিক্ষিত বেকার। চাকরির মন্দা বাজারে সরকারের সর্বোচ্চ এই নিয়োগ ক্ষেত্রটি সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন ও নিয়মিত করা যাচ্ছে না। যে কারণে ১৯৯৮ সালের পর গত চার বছরে পিএসসি কোন নিয়োগ দিতে পারেনি। ফলে দেশজুড়ে শিক্ষিত বেকারদের হাহাকার,

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

সমালোচনা, হতাশা ও ক্ষোভ বেড়েই চলছে। বিসিএস ননক্যাডার পদের নিয়োগ নিয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক আদেশ এবং জাতীয় সংসদে ২১, ২২ ও ২৩তম বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে আলোচনার পর বেকারদের হতাশা আরও বেড়েছে। এদিকে সরকার ২০তম থেকে গত চারটি বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র আবার বাছাই করার ঘোষণা দেয়ায় এসব পরীক্ষায় আবেদনকারী এমনকি চাকরিতে যোগদানকারী বিপুলসংখ্যক প্রার্থী হতাশ হয়ে পড়েছে। বলা হচ্ছে, গত চারটি পরীক্ষার আবেদনে কোন রকম ত্রুটি, ঘষামাজা, কাটাকাটি ও মিথ্যা তথ্য পাওয়া গেলে দরখাস্ত এমনকি নিয়োগ বাতিল হবে।

এদিকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৩৩ ক্যাটাগরির ৬৭৭টি ননক্যাডার পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় সংসদের সর্বশেষ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বলা হয়েছে, ২১, ২২ ও ২৩তম বিসিএস পরীক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা হচ্ছে। এসব পরীক্ষায় দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারী দলের সংসদ সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের এক প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ কথা জানান।

আজ না কাল করতে করতে ২১তম বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশ ঝুলে আছে মাসের পর মাস। গত ৯ জুন ২০০২ পিএসসির নিয়োগের ওপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর থেকে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন পরীক্ষার্থীরা। তাঁরা কেবল আশার বাণী শুনছেন, কিছু দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ হবে। পিএসসির চেয়ারম্যান প্রফেসর জেডএন তাহমিদা বেগম বলেন, ফল প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। আমরা চেষ্টা করছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফল প্রকাশের জন্য। তবে কবে এই ফল প্রকাশ হবে তা তিনি বলেননি।

এদিকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ২৫ জুলাই জারি করা এক আদেশে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন ৬৭৭টি ননক্যাডার পদের নিয়োগের জন্য চলমান প্রক্রিয়া বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে। জানা যায়, ২০০১ সালে ৩৩ প্রকার ৬৭৭টি ননক্যাডার পদে দরখাস্ত আহবান করা হয়। এতে দশ সহস্রাধিক আবেদন পড়ে। এর মধ্যে ১৯টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ২৮৬টি পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, বাকি ছিল কেবল মৌখিক পরীক্ষা। এছাড়া ১৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ৩৯১টি পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়, কেবল নিয়োগপত্র দেয়া বাকি ছিল। মোট ৬৭৭টি ননক্যাডার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলার সময় পিএসসির চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক এম. মোস্তফা চৌধুরী। তিনি বলেন, পিএসসি কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা বাতিল করার অধিকার সরকারের নেই। সরকারের এই বেআইনী পদক্ষেপ পিএসসির সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনে এবং ধারাবাহিকতা বজায়ের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সরকারী হস্তক্ষেপ কমিশনের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করবে। বিষয়টিকে তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে উল্লেখ করেন। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, সরকার কর্তৃক বাতিলকৃত পদসমূহের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় হাজার হাজার প্রার্থী অংশ নেন। এসব পরীক্ষায় অংশ নেবার জন্য যাতায়াত, থাকা, খাওয়া ইত্যাদি বাবদ প্রার্থীদের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক ও দলীয় স্বার্থকে সামনে রেখে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পিএসসি কর্তৃক গৃহীত এসব পরীক্ষা বাতিল সম্পূর্ণ বেআইনী এবং সংবিধানপরিপন্থী। এটা হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার দুরভিসন্ধিমাত্র। তিনি আরও বলেন, কোন অভিযোগ ছাড়া পরীক্ষা বাতিল ন্যায়-নীতি ও জনস্বার্থবিরোধী।

এদিকে পিএসসি'র বর্তমান চেয়ারম্যান ড. জেডএন তাহমিদা বেগম বলেন, আসলে ননক্যাডার পদে নিয়োগ বাতিল সম্পর্কে যেটি বলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। তিনি বলেন, যেসব পদ বাতিলের কথা বলা হচ্ছে, সেসব পদে কোনটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি, কেবল দরখাস্ত আহবান করা হয়েছিল। কাগজপত্র না দেখে তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে পারবেন না বলে জানান। তিনি বলেন, সময় ও সুযোগমতো আবার ননক্যাডার পদে দরখাস্ত আহবান করা হবে।

এদিকে ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও এর আগের তিনটি ব্যাচের সুরাহা হচ্ছে না। এত দিন বলা হচ্ছিল ২১তম বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার দরখাস্ত আহবান করা হবে। কিন্তু সম্প্রতি ২১তম বিসিএস-এর ফল না দিয়েই ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। ২৪তম বিসিএস পরীক্ষায় পদ রয়েছে মোট ৪ হাজার ৫৪০টি। এসব পদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজারই শিক্ষক ও ডাক্তার ক্যাটাগরির। আগামী ৯ নবেম্বর আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ।

এদিকে ২১, ২২ ও ২৩তম বিসিএস পরীক্ষা গত সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে তেইশতম বিসিএস ছিল মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক আদেশে সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। নয় মাস পর এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হয় গত ৯ জুন। এদিকে প্রায় তিন মাস পিএসসিতে চেয়ারম্যান পদ শূন্য থাকার পর গত এপ্রিলে এই পদের দায়িত্ব নেন অধ্যাপক জেডএন তাহমিদা বেগম। তিনি চেয়ারম্যান হবার পর পিএসসিতে সৃষ্ট জটখোলা এবং প্রতিবছর নিয়মিত বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার অঙ্গীকার করেন। বর্তমানে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার ও ননক্যাডার পদে চাকরি পাবার জন্য অপেক্ষা করছেন প্রায় আড়াই লাখ পরীক্ষার্থী। এঁদের মধ্যে ২১তম বিসিএস পরীক্ষায় ৮৬ হাজার ৪০৬ জন, ২২তম বিসিএস পরীক্ষায় ৮৫ হাজার ২৯ জন, ২৩ তম বিসিএস পরীক্ষায় ১ হাজার ৫২৩ জন এবং ৩৭৭টি ননক্যাডার পদে দশ সহস্রাধিক প্রার্থী আবেদন করেছেন। সদ্য আহবান করা ২৪তম বিসিএস পরীক্ষায় ২১ ও ২২তম বিসিএস পরীক্ষার মতো ৮৫ থেকে ৯০ হাজার প্রার্থী আবেদন করতে পারেন। সব মিলিয়ে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি পাবার অপেক্ষায় আছেন আড়াই [illegible]